চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরন

পানি স্বাস্থ্য, জীবন ও সভ্যতার জন্য একান্ত অপরিহার্য। মানব-দেহের ৭০% এরও অধিক পানি। পানি অত্যন্ত মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। পৃথিবীতে চার ভাগের তিন ভাগ পানি থাকা সত্ত্বেও সুপেয় পানির পরিমান অত্যন্ত কম। সমগ্র পানির ১ ভাগেরও কম হচ্ছে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পানি। চট্টগ্রাম নগরীতে বসবাসরত সম্মানিত নাগরিকদের নিকট সেই জীবন ও সভ্যতা রক্ষাকারী পানি সরবরাহ করার গুরু দায়িত্বে নিয়োজিত চট্টগ্রাম ওয়াসা। ১৯৬৩ সালে চট্রগ্রাম ওয়াসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত নগরবাসীকে সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করে যাচ্ছে। এছাড়া শিল্প ও বানিজ্যিক স্থাপনায় যথাযথ পানি সরবরাহ করে চট্টগ্রামকে শিল্প ও বানিজ্যিক নগরী হিসেবে গড়ে তোলায় চট্টগ্রাম ওয়াসা সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

২। ইতিহাস :

প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বে কর্ণফুলী নদীর তীরে চট্টগ্রাম শহরের গোড়াপত্তন। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় এ শহর ক্রমশঃ বন্দর নগরী হিসেবে গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠে। অবিভক্ত ভারতবর্ষে কলকাতা বন্দরের পরপরই এ বন্দর গুরুত্ব লাভ করে। বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পথ ধরে বাড়তে থাকে জনসংখ্যা। চট্টগ্রাম শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালুর পূর্বে শহরের অধিবাসীগন বদর ঝরনা, শীতল ঝরনা, মতি ঝরনা, মাছুয়া ঝরনা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঝরনার পানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ১৮৯২ সালের পর যখন চট্টগ্রামে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় তখন থেকে চট্টগ্রাম শহরে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা শুরু হয়। ১৯২৯ সালে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ফয়েজলেক থেকে পানি নিয়ে স্লো-সেন্ড ফিল্টার ইউনিটের সাহায্যে দৈনিক ১.৮ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতার একটি পানি শোধনাগার নির্মাণ করে। পরবর্তীতে পৌরসভা এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর শহরের জনসাধারণের মধ্যে পানি সরবরাহের দায়িত্ব নেয়। চট্টগ্রাম ওয়াসা গঠনের পূর্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ও চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক ২৫টি গভীর নলকূপের সাহায্যে দৈনিক প্রায় ২ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করত। শহরের জনসাধারণ, শিল্প-কলকারখানার চাহিদা অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের প্রয়োজনে ১৯৬৩ সালের ৮ নভেম্বর ইপি অর্ডিন্যান্স নং ২৯ বলে চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়:প্রণালী কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৩। চট্টগ্রাম ওয়াসা গঠনের উদ্দেশ্য:

ওয়াসা গঠনের অধ্যাদেশ অনুযায়ী চট্টগ্রাম ওয়াসার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

- গৃহস্থালী, শিল্পকারখানা ও বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিরাপদ পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয় ভৌত-অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারন, পরিচালন ও সংরক্ষন।
- পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, পরিচালন ও সংরক্ষন।
- বৃষ্টি, বন্যা ও ভূ-উপরিস্থ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, পরিচালন ও সংরক্ষন।
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ।

ওয়াসার উদ্দেশ্যসমুহ বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এযাবত চট্টগ্রাম ওয়াসা'র কার্যক্রম প্রধানত: সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ ছিল। তবে চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ উন্নয়ন ও পয়:নিষ্কাশন প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম শহরের জন্য স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রণয়নকৃত মাস্টারপ্ল্যানের সুপারিশ অনুযায়ী, শহরের ০১ টি জোনের জন্য **চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়)** শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৭/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ওয়াসার পয়:নিষ্কাশন কর্মকান্ডের সুচনা হয়েছে।

৪। <u>চট্টগ্রাম ওয়াসার ভিশন এবং মিশন</u>

ভিশন : বাংলাদেশের মধ্যে দক্ষতম পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ হওয়া ।

মিশন: গুণগতমান সম্পন্ন পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন সেবা নিম্নতম খরচে পরিবেশ বান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রদান ।

৫। <u>প্রশাসনিক কাঠামো :</u>

অধিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ অনুযায়ী ৩০ জুলাই ২০১২ সালে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট পূর্নাঙ্গ বোর্ড গঠন করা হয় । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ইন্সটিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, ইন্সটিটিউশন অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, ইন্সটিটিউশন অফ চার্টার্ড একাউন্টেন্টস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম ওয়াসা এ বোর্ডের সদস্য ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রশাসনিক প্রধান। যার অধিনে উইং প্রধান হিসেবে রয়েছেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন), উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রকৌশল), উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)। উইং প্রধানগন নিজ নিজ উইং এর কাজকর্ম পরিচালনা করেন ।

৬। <u>বর্তমান প্রেক্ষাপটে পানির চাহিদা ও সরবরাহ</u>

সাল	চাহিদা (কোটি লিটার)	উৎপাদন সক্ষমতা (কোটি লিটার)
২০০৯	৩৭	১৪
২০১৭	৪০	৩০
২০২১	৪২	৫০

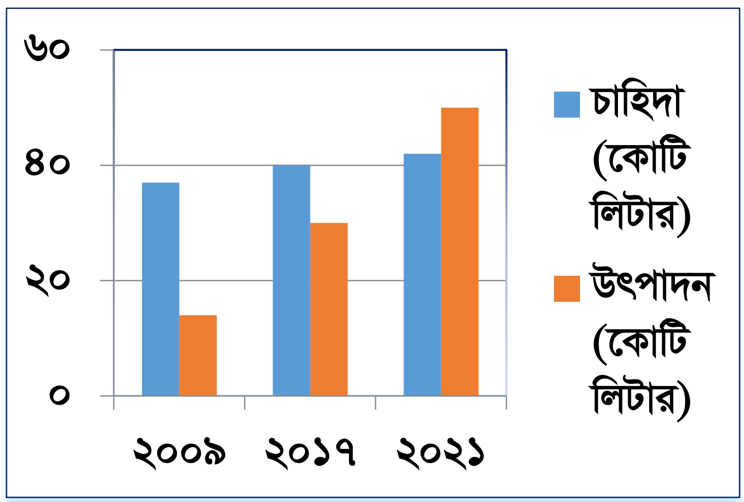

৭। <u>পানি সরবরাহের উৎস এবং সমস্যা</u> :

পানির উৎস মুলত দুইটি - ক) ভূগর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিস্থ

<u>ভূ-উপরিস্থ পানি:</u> চট্টগ্রামে ভু উপরিস্থ পানির উৎস মুলত দুইটি - ক) হালদা নদী এবং কর্ণফুলি নদী । বর্তমানে মোহরা পানি শোধনাগার ও মদুনাঘাট পানি শোধনাগারে হালদা নদী হতে এবং শেখ হাসিনা পানি শোধনাগারে কর্নফুলী নদী হতে পানি উত্তোলন করে ট্রিটমেন্ট করে সুপেয় এবং নিরাপদ পানি চট্টগ্রাম শহরে সরবরাহ করা হচ্ছে। নির্মানাধীন কর্নফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প ফেজ-২ এবং ভান্ডালজুরী পানি সরবরাহ প্রকল্পে কর্ণফুলি নদী হতে পানি উত্তোলন করে ট্রিটমেন্ট করে সুপেয় এবং নিরাপদ পানি চট্টগ্রাম শহরে সরবরাহ করা হবে। **বর্তমানে চট্টগ্রাম ওয়াসা ৮৮% পানি ভূ- উপরিস্থ উৎস থেকে আহরণ করে সরবরাহ করে থাকে।**

<u>ভূগর্ভস্থ পানি:</u> চট্টগ্রাম শহরে ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস নির্ভরশীল নয়। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে রয়েছে অত্যধিক আয়রন এবং পানির স্তর দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে। তাছাড়া ভূ-গর্ভস্থ মাটির সাথে পাথর থাকায় গভীর নলকূপ খনন কষ্টসাধ্য। **বর্তমানে চট্টগ্রাম ওয়াসা মাত্র ১২% পানি ভূ-গর্ভস্থ উৎস থেকে আহরণ করে সরবরাহ করে থাকে।** ২০২১ সালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমুহ চালু হলে চট্টগ্রাম ওয়াসা আর ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করবে না।

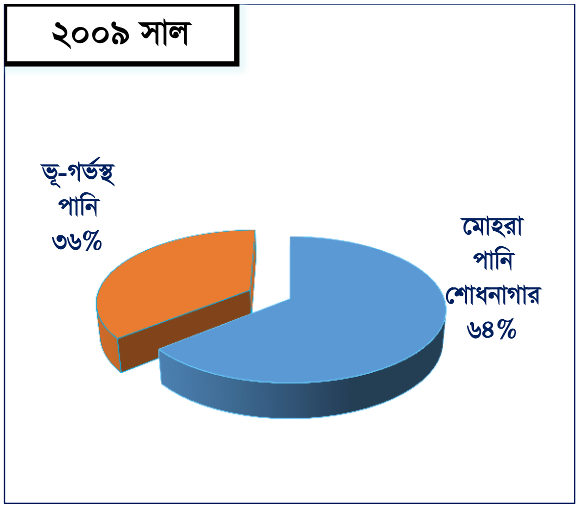

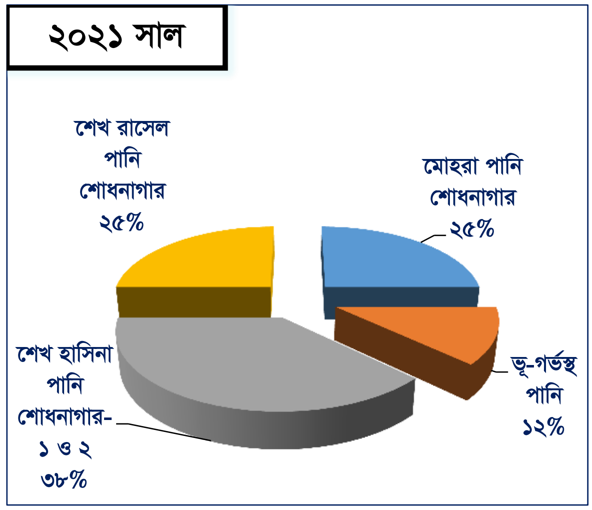

৮। **২০০৯ সালের পর সাময়িক পানি সমস্যা সমাধানে গৃহীত কার্যক্রম :**

- **মোহরা ও কালুরঘাট পানি শোধনগার পুনর্বাসন প্রকল্প:-** এ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান মোহরা ও কালুরঘাট পানি শোধনাগারের পুরাতন ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল যন্ত্রাদি পরিবর্তন করে নতুন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, মোহরা পানি শোধনাগারকে সম্পূর্ন অটোমেশনের আওথায় আনা হয়েছে এবং কালুরঘাট প্লান্টে একটি ভূ-গর্ভস্থ সার্ভিস জলাধার ও একটি জেনারেটার হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের জাপানী ঋণ মওকুফ তহবিল এর আর্থিক সহায়তায় জুন ২০১২ সালে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।
- **জরুরী পানি সরবরাহ প্রকল্প:-** এ প্রকল্পের আওতায় ৩০ টি গভীর নলকূপ ও ২০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় ২০১৩ সালের জুলাইয়ে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।
- বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলায় ২০টি গভীর নলকূপ পাম্পষ্টেশনে ষ্টেন্ডবাই ডিজেল জেনারেটর স্থাপন।
- লো-ভোল্টেজ সংক্রান্ত সমস্যা দূরীকরনে ১০টি গভীর নলকূপ পাম্পষ্টেশনে অটোমেটিক ভোল্টেজ রেগুলেটার (এভিআর) স্থাপন করা হয়েছে ।

৯। **বিগত ১০ বছরে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:**

বাস্তবায়িত প্রকল্পঃ

➢ **কর্নফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প:**

প্রকল্প ব্যয়: ১৮৪৮ কোটি টাকা।
অর্থায়ন: বাংলাদেশ সরকার, জাইকা ও চট্টগ্রাম ওয়াসা।
প্রকল্প সমাপ্তিঃ জুন ২০১৭।
প্রকল্পের অঙ্গসমুহ: ক) পানি শোধনাগার (শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার-১) ঃ দৈনিক ১৪ কোটি লিটার উৎপাদন সক্ষমতা।
খ) ট্রান্সমিশন ও প্রাইমারী ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ লাইন স্থাপন ঃ ৬৮.৪ কি.মি।
গ) রিজার্ভার নির্মাণ- ০২ টি (নাসিরাবাদ এবং বাটালি হিল)।

- জাইকা'র সহায়তায় কর্ণফুলী নদী থেকে পানি সরবরাহ করার জন্য একটি প্রকল্পের কাজ ১৯৯৯ সাল হাতে নেওয়া হয়।

- ২০০৬ সালে প্রকল্পটি কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প (KWSP) নামে একনেক হতে অনুমোদিত হয় । কিন্তু ভূমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত জটিলতার কারনে প্রকল্পটি প্রায় বন্ধের উপক্রম হয় ।
- ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকার ও চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রচেষ্টায় ভূমি অধিগ্রহন সকল জটিলতা কাটিয়ে প্রকল্প কাজ শুরু হয় ।
- গত ০১ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৭ সালের ১২ মার্চ এ পানি শোধনাগারের শুভ উদ্বোধন করেন ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৭ সালের ১২ মার্চ শেখ হাসিনা পানি শোধনাগারের শুভ উদ্বোধনের আলোকচিত্র

শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার-১

➢ **চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ উন্নয়ন ও পয়:নিষ্কাশন প্রকল্প :**

প্রকল্প ব্যয়: ১৮৯০ কোটি টাকা ।

অর্থায়ন: বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক ও চট্টগ্রাম ওয়াসা ।

প্রকল্প শুরুর তারিখ: জানুয়ারী ২০১১ ।

প্রকল্প সমাপ্তির তারিখঃ ডিসেম্বর ২০২০

প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমুহ:

- প্রকল্পের আওতায় মদুনাঘাটে দৈনিক ৯ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন শেখ রাসেল পানি শোধনাগার নির্মান করা হয়েছে এবং বর্তমানে শেখ রাসেল পানি শোধনাগার হতে চট্টগ্রাম মহানগরীতে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে ।
- প্রকল্পের আওতায় দুইটি প্যাকেজে ১০৬ কিলোমিটার ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অপর একটি প্যাকেজে কালুরঘাট হতে পতেঙ্গা বুস্টার পর্যন্ত ট্রান্সমিশন পাইপলাইন সহ প্রায় ৩০ কি.মি পাইপলাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
- প্রকল্পের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।

শেখ রাসেল পানি শোধনাগার

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমুহঃ

➢ **কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প (ফেজ-২) :**

প্রকল্প ব্যয় : ৪৪৮৯.১৫ কোটি টাকা (১ম সংশোধন) ।
অর্থায়নঃ বাংলাদেশ সরকার, জাইকা ও চট্টগ্রাম ওয়াসা ।
প্রকল্প শুরুর তারিখ : এপ্রিল ২০১৩ ।
প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জানুয়ারী ২০২২ ।

প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমুহঃ

- প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গুনিয়ার পোমরায় শেখ হাসিনা পানি শোধনাগারের পার্শ্বে দৈনিক ১৪ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন আরও একটি পানি শোধনাগার নির্মান করা হয়েছে এবং পরীক্ষামূলকভাবে পানি চট্টগ্রাম মহানগরে সরবরাহ করা হচ্ছে ।
- চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন এবং মহানগরীর উত্তর, মধ্য এবং পূর্বাংশকে ৫৯ টি ডিসট্রিক্ট মিটারিং এরিয়াতে বিভক্ত করা হবে যার ফলে চট্টগ্রাম মহানগরীতে একটি আধুনিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হবে ।
- প্রকল্পের সবগুলো প্যাকেজেই কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে ।
- প্রকল্পটি শেষ হলে ভূ-উপরস্থ পানি (Surface Water) হতেই চট্টগ্রাম মহানগরীর শতভাগ পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে এবং চট্টগ্রাম মহানগরীতে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন বন্ধ হয়ে যাবে ।

বাস্তবায়িত শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার-২

বাস্তবায়িত নাসিরাবাদ রিজার্ভার

বাস্তবায়িত হালিশহর এলিভেটেড ট্যাংক

➢ <u>**ভান্ডাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প :**</u>

প্রকল্প ব্যয় : ১৯৯৫.১৬ কোটি টাকা (১ম সংশোধন) ।
অর্থায়ন: বাংলাদেশ সরকার, ইডিসিএফ, দক্ষিন কোরিয়া ও চট্টগ্রাম ওয়াসা ।
প্রকল্প শুরুর তারিখ : অক্টোবর ২০২০ ।
প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ।

কর্ণফুলী নদীর বামতীরে অবস্থিত কাফকো, সিইউএফএল, কোরিয়ান ইপিজেড, আনোয়ারাস্থ চায়না ইকোনমিক জোন, গড়ে ওঠা শিল্পকারখানাসহ আবাসিক এলাকার পানির চাহিদা মিটানোর জন্য এ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের বাস্তব কাজের অগ্রগতি ৫৫% ।

<u>**প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমুহ:**</u>

- ৬৬ এমএলডি উৎপাদন ক্ষমতার ইনটেক নির্মান ।
- ৬০ এমএলডি ক্ষমতা সম্পন্ন পানি শোধনাগার নির্মাণ কাজ ।
- ৫১.৫০ কিঃমিঃ ট্রান্সমিশন পাইপলাইন নির্মাণ কাজ ।
- ৮১.৮০ কিঃমিঃ ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন নির্মাণ কাজ ।
- আনোয়ারা এলাকায় ১০০০০ কিউবিক মিটারের ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ কাজ ।
- পটিয়া এলাকায় ৩০০০ কিউবিক মিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ভূউপরিস্থ জলাধার নির্মাণ কাজ ।

<u>**৬০ এমএলডি ক্ষমতা সম্পন্ন পানি শোধনাগার**</u>

পটিয়া তে ৩০০০ ঘন মিঃ ক্ষমতাসম্পন্ন ভূউপরিস্থ জলাধার

আনোয়ারা তে ১০০০০ ঘন মিঃ ভূগর্ভস্থ জলাধার

- **চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়):**

চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ উন্নয়ন ও পয়:নিষ্কাশন প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম শহরের জন্য স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত মাস্টারপ্ল্যানের সুপারিশ অনুযায়ী, শহরের ০১ টি জোনের জন্য **চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়)** শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৭/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে।
প্রকল্প ব্যয়ঃ ৩৮০৮.৫৭ কোটি টাকা।
অর্থায়ন: বাংলাদেশ সরকার ও চট্টগ্রাম ওয়াসা।
প্রকল্প শুরুর তারিখঃ ০১ জুলাই ২০১৮।
প্রকল্প সমাপ্তির তারিখঃ ৩০ জুন ২০২৩।

- প্রকল্পের আওতায় দৈনিক ১০ কোটি লিটার পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন ০১ টি সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ,দৈনিক ৩০০ ঘনমিটার পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন ০১ টি ফেক্যাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং ২০০ কিলোমিটার পয়: পাইপলাইন নির্মান করা হবে । এতে চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রায় ২০ লক্ষ লোক উন্নত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতায় আসবে।
- বর্তমানে প্রকল্পের ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে।

১০। **বর্তমান সরকারের রুপকল্প-২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ওয়াসার ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবার তালিকা:**

- ওয়েবসাইটে এর মাধ্যমে জনস্বার্থে বিভিন্ন তথ্য প্রদান (www.ctg-wasa.org.bd)
- Online Billing System এর মাধ্যমে গ্রাহকবৃন্দকে তাঁদের পানির বিল সংক্রান্ত নানা তথ্যাদি প্রদান।
- গ্রাহকবৃন্দের অভিযোগ প্রদানের জন্য ওয়েবসাইটে Complain Box সংযোজন।
- মোবাইল অপারেটরদের (GP, Robi) মাধ্যমে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত বিলের তথ্য চট্টগ্রাম ওয়াসার কম্পিউটার সার্ভারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদকরণ।

- **"বিকাশ"** ও **"নগদ"** এর মাধ্যমে গ্রাহক কর্তৃক বিল পরিশোধের সুবিধা সংযোজন সম্পন্ন ও **"রকেট"** সংযোজন প্রক্রিয়াধীন ।
- SMS এর মাধ্যমে গ্রাহকবৃন্দকে পানির বিলের তথ্য ও বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি অবহিতকরণ ।
- ATM বুথের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে পানি প্রদানের সুযোগ সংযোজন ।
- চট্টগ্রাম ওয়াসার সকল দরপত্র কাজ ই-টেন্ডারিং ওয়েব পোর্টাল E-GP (www.eprocure.gov.bd) এর মাধ্যমে সম্পন্নকরণ ।
- **ওয়ান স্টপ সার্ভিস** (কিয়স্ক মেশিনের মাধ্যমে পানির বিল প্রিন্ট ও পরিশোধসহ গ্রাহক সেবা কেন্দ্রিক কার্যক্রম) চালুকরণ যা চট্টগ্রাম ওয়াসার জন্য একটি জনকল্যাণমূলক উদ্ভাবনী উদ্যোগ যার জন্য চট্টগ্রাম ওয়াসা স্থানীয় সরকার বিভাগের ইনোভেশন শোকেসিং ২০২০-২১ এ প্রথম স্থান অধিকার করেন ।
- গভীর নলকূপের লাইসেন্স সংক্রান্ত বিল পরিশোধের জন্য কম্পিউটারের ডাটাবেইজে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রাহকবৃন্দকে প্রিন্টেড বিল প্রদান, অনলাইনের মাধ্যমে তাঁদের লাইসেন্স সংক্রান্ত বিল ও নানা তথ্যাদি প্রদান ।
- গভীর নলকূপের লাইসেন্স সংক্রান্ত বিল পরিশোধের পর সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে নিশ্চিতকরণ SMS প্রদান ।
- পানির বিল পরিশোধের পর সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দেকে বিল পরিশোধের নিশ্চিতকরণ SMS প্রদান ।

<u>**কিয়স্ক মেশিনের মাধ্যমে পানির বিল প্রিন্ট ও পরিশোধসহ গ্রাহক সেবা কেন্দ্রিক কার্যক্রম এর জন্য চট্টগ্রাম ওয়াসার স্থানীয় সরকার বিভাগের ইনোভেশন শোকেসিং ২০২০-২১ এ প্রথম স্থান অধিকার**</u>

কিয়স্ক মেশিনের মাধ্যমে পানির বিল প্রিন্ট ও পরিশোধসহ গ্রাহক সেবা কেন্দ্রিক কার্যক্রম

চট্টগ্রাম ওয়াসা'র অর্জন

স্থাপনা	১৯৬৩ হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত	২০০৯ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত	সর্বমোট
ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার	১টি	৩ টি	৪ টি
পাইপলাইন	৫২২ কি:মি:	২৩০ কি:মি:	৭৫২ কি.মি
পাইপলাইন পূর্নবাসন	-	৬৫০ কি:মি:	৬৫০ কি:মি:
পানি উৎপাদন	১৪ কোটি লিটার	৩৬ কোটি লিটার	৫০ কোটি লিটার
গ্রাহক সংযোগ	৪০,০০০ টি	৩৮,০০০ টি	৭৮,০০০ টি
রাজস্ব (মাসিক)	২.৫ কোটি টাকা	১১.৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি	১৪ কোটি টাকা

- চট্টগ্রাম ওয়াসা ২০১৮ সালে প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা ও মানসম্পন্ন কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ Global Trade Leaders Club, Spain হতে ৯৩ টি দেশের প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে **International Construction Award** অর্জন করেছে।
- পরিশোধিত পানির গুনগত মান এবং পানি শোধনাগারের কমপ্লায়েন্স অর্জনের ফলে চট্টগ্রাম ওয়াসা বাংলাদেশের প্রথম পানি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে **ISO 9001:2015** সনদ প্রাপ্ত হয়েছে।
- চট্টগ্রাম ওয়াসা টেকসই উন্নয়নের পূর্বশত হিসেবে ৮৮% ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধিত করে সরবরাহ করে যা ২০২২ সালে শতভাগে উন্নীত হবে।
- চট্টগ্রাম ওয়াসা ২০২১ সালের মধ্যে Sustainable Development Goal অর্জনে চট্টগ্রাম শহরের শতভাগ জনসাধারনকে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ করবে।
- চট্টগ্রাম ওয়াসা Sustainable Development Goal-6.2 অর্জনে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপনে প্রকল্প গ্রহন করেছে।

বিগত এক দশকে চট্টগ্রামের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অর্জন বিগত কয়েক দশকের কাছাকাছি। অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি ।

ISO ৯০০১:২০১৫ সনদ

Global Trade Leaders Club, Spain হতে International Construction Award

১১। চট্টগ্রাম ওয়াসার নির্মানাধীন নতুন ভবনঃ

- চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রাঙ্গনে দুইটি বেজমেন্টসহ ২০ তলা অফিস ভবন নির্মান করা হচ্ছে।
- প্রথম পর্যায়ে বিশতলা ভবনের ফাউন্ডেশন, দুইটি বেজমেন্টসহ তিনতলা ভবন নির্মান করা হচ্ছে।
- ২০ তলা ভবনটিতে আধুনিক অগ্নি-নির্বাপন ব্যবস্থা , হেলিপ্যাড সুবিধা এবং আধুনিক পার্কিং ব্যবস্থা থাকবে।

<u>চট্টগ্রাম ওয়াসার নির্মানাধীন নতুন ভবন</u>

চট্টগ্রাম ওয়াসার নির্মানাধীন নতুন ভবন

চট্টগ্রাম ওয়াসার নির্মানাধীন নতুন ভবন

১২। **গৃহীত গ্রাহক যোগাযোগ ও গ্রাহক বান্ধব কর্মকান্ড:**

- গ্রাহকদের সাথে মতবিনিময় সভা।
- টেলিভিশনে বিভিন্ন তথ্যাদি প্রচার।
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পানির বিল পরিশোধ।
- গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি ও নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান।
- উর্দ্ধতন কর্মকর্তা সমন্বয়ে ভিজিল্যান্স টিম গঠন করা হয়েছে যারা গভীর রাত্রে বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শনসহ লিকেজ সনাক্তকরন ও অন্যান্য অনিয়ম চিহ্নিত করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করে থাকেন।
- সংশ্লিষ্ট মিটার পরিদর্শক, রাজস্ব তত্ত্বাবধায়ক ও রাজস্ব কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মাসিক সভা।
- খেলাপি গ্রাহকদের সাথে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে ও তাদের সমস্যাদি জানার জন্য মাসিক আলোচনা সভা।
- ওয়াসা ভবনের প্রবেশ মূখে গ্রাহকদের তথ্যাদি জানার সুবিধার্থে অনুসন্ধান ও তথ্য-কেন্দ্র স্থাপন।

১৩। পানির গুনগত মান নিয়ন্ত্রন :

মোহরা পানি শোধনাগার ,শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার এবং মদুনাঘাট পানি শোধনাগারে অবস্থিত চট্টগ্রাম ওয়াসার পরীক্ষাগারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পানির সকল ধরনের প্যারামিটার পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়া ব্যবহারকারীর প্রান্তে পানির গুনগত মান নিয়ন্ত্রন নিশ্চিতকল্পে নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিমাসে ২৪০ টি পানির নমুনা সংগ্রহ করে ল্যবরেটরীতে পরীক্ষা করা হয় । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে সরবরাহকৃত পানির গুনগত মান নিয়ন্ত্রন করা হয়ে থাকে। **চট্টগ্রাম ওয়াসার পানি উৎপাদন ব্যবস্থার আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতিস্বরুপ চট্টগ্রাম ওয়াসা বাংলাদেশের প্রথম পানি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতোমধ্যে ISO 9001:2015 সনদ প্রাপ্ত হয়েছে।**

১৪। পানি সাশ্রয় উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম:

বর্তমানে চট্টগ্রাম শহরের মোট চাহিদার শতভাগ পানি চট্টগ্রাম ওয়াসা সরবরাহ করতে সক্ষম। এরূপ পরিস্থিতিতে পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী ভূমিকা পালন করা সকলের কর্তব্য। এ লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মকে পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী, পানি অপচয় রোধ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্যে পানি সাশ্রয় উদ্বুদ্ধকরন স্কুল কার্যক্রমের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এর আওতায় নগরীর বিভিন্ন স্কুলে পানির গুরুত্ব, এর সঠিক ব্যবহার, পানি সাশ্রয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে আলোচনা, তথ্যচিত্র প্রদর্শন ও উপহার সামগ্রী বিতরন করা হয়।